বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২১ (খসড়া)

খসড়াটি যে পর্যায়ে আছে: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত। খসড়া আইনটির উপর ভেটিং গ্রহনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত।

আইন অধিশাখা
শিল্প মন্ত্রণালয়

The Patents and Designs Act, 1911 (Act No. II of 1911) এর ডিজাইন সংক্রান্ত বিধানসমূহ রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তুর আলোকে যুগোপযোগি আকারে একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু The Patents and Designs Act, 1911 (Act No. II of 1911) এর ডিজাইন সংক্রান্ত বিধানসমূহ রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তুর আলোকে যুগোপযোগি আকারে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২১ (The Bangladesh Industrial Design Act, 2021) নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,

(ক) 'অগ্রাধিকার তারিখ' অর্থ পূর্বে দাখিলকৃত আবেদনের তারিখ যাহা Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883 এর অধীন অগ্রাধিকার প্রাপ্তির অধিকারি;

(খ) 'অধিদপ্তর' অর্থ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর;

(গ) 'আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিভাগ' অর্থ ৮ অক্টোবর, ১৯৬৮-এর Locarno Classification অনুযায়ী নির্ধারণকৃত শিল্প-নকশার আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিভাগ;

(ঘ) 'একচেটিয়া লাইসেন্স' অর্থ একক স্বত্বাধিকারীর লাইসেন্সির অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কেহ উৎপাদন, বিক্রয় অথবা বিতরণ করিবার অধিকারী নহে;

(ঙ)'নিবন্ধিত শিল্প-নকশা ব্যবহার' অর্থ ঐ শিল্প-নকশাটি অঙ্গীভূত করিয়া কোনো দ্রব্য প্রস্তুত, বিক্রয়ের প্রস্তাব, বাজারে সরবরাহ অথবা বিক্রয় করা অথবা ঐ সকল উদ্দেশ্যে অনুরূপ দ্রব্য আমদানি করা;

(চ)'প্যারিস কনভেনশন' অর্থ শিল্পসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ মার্চ, ১৮৮৩ তারিখে গৃহীত প্যারিস কনভেনশন;

(ছ)'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) 'রেজিস্ট্রার' অর্থ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার;

(ঝ) 'শিল্প-নকশা' অর্থ শিল্পোৎপাদিত কোনো পণ্যের বৈশিষ্ট্যজনিত আকৃতি, রেখা, রং ইত্যাদির অলংকরণের নান্দনিক দৃশ্যমানতা;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

দ্বিতীয় অধ্যায়
অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও শিল্প-নকশা নিবন্ধন ইউনিট

৩। **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা**-(১) The Patents and Designs Act 1911 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Department of Patents, Designs and Trademarks এমনভাবে বহাল থাকিবে যে, উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের অধীন একটি শিল্প-নকশা নিবন্ধন ইউনিট থাকিবে, যেখানে এই আইনের অধীন শিল্প-নকশা নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদিত হইবে।

৪। **শিল্প-নকশা নিবন্ধন ইউনিট-এর জনবল**-(১) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে নিযুক্ত রেজিস্ট্রার পদাধিকারবলে শিল্প-নকশা নিবন্ধন ইউনিট-এর রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং ইউনিট-এর কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন; এবং

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, শিল্প-নকশা নিবন্ধন ইউনিটের এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে হইতে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
শিল্প-নকশা (Industrial Design) নিবন্ধন

৫। **সুরক্ষার বিষয়বস্তু**-(১) এই আইনের অধীনে এইরূপ কোনো শিল্প-নকশাকে সুরক্ষা দেওয়া যাইবে না যাহাতে কেবল প্রযুক্তিগত অথবা ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করা হইয়াছে;

(২) এইরূপ কোনো শিল্প-নকশা সুরক্ষা দেওয়া যাইবে না যাহার বাণিজ্যিক ব্যবহার জনশৃঙ্খলা, পরিবেশ ও নৈতিকতার পরিপন্থি হয়; এবং

(৩) কোন ব্যক্তি অনিবন্ধিত শিল্প-নকশা লঙ্ঘনের প্রতিকার লাভ বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিবার কিংবা সুরক্ষা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৬। **নিবন্ধনযোগ্য শিল্প-নকশা**-(১) কোনো শিল্প-নকশা নূতন, স্বাতন্ত্র্যসূচক (Individual in character) এবং শিল্পে উৎপাদনযোগ্য (Industrial applicability) অথবা শিল্পে ব্যবহারযোগ্য হইলে উহা নিবন্ধনযোগ্য হইবে;

(২) কোনো শিল্প-নকশা নূতন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(ক) আবেদন পেশের তারিখের পূর্বে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধনের জন্য আবেদন পেশের অগ্রাধিকার তারিখের পূর্বে উহা বাংলাদেশ অথবা বিশ্বের যে-কোনো স্থানে দৃশ্যমান আকারে প্রকাশ, প্রদর্শনী, ব্যবসায়ে অথবা অন্য কোনোরূপে ব্যবহার দ্বারা জনসমক্ষে প্রকাশ না করা হইয়া থাকে; এবং

(খ) নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের পূর্বে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রাধিকার দাবীর তারিখের পূর্বে বাংলাদেশ অথবা বিশ্বের অন্য কোন দেশে যে কোনভাবে জনসম্মুখে প্রকাশিত না হয়;

(গ) যৌগিক পণ্য গঠনের কোন অংশে আরোপিত শিল্প-নকশা সাধারণ ব্যাবহারের সময় দৃশ্যমান হয়; সাধারণভাবে ব্যবহার বলিতে যৌগিক পণ্যটি ভোক্তা কর্তৃক ব্যবহার বুঝাইবে, তবে রক্ষণাবেক্ষণ, উপযোগীকরণ (Servicing) অথবা মেরামত কার্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(৩) আবেদনকারীর অথবা পূর্ব-স্বত্বাধিকারীর ক্ষমতা অপব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি কোন শিল্প নকশা আবেদনের তারিখ বা ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রাধিকারমূলক আবেদনের তারিখের পূর্বে জনসম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহা নকশাটির নতুনত্বের বিবেচনার ক্ষেত্রে বাধা হইবেনা;

(৪) কোনো শিল্প-নকশা নিবন্ধনযোগ্য হইবে, যদি শিল্প-নকশাটি কেবল কারিগরি কার্য (Technical Function) সম্পন্ন না করে; এবং

(৫) কোনো শিল্প-নকশা নিবন্ধনযোগ্য হইবে, যদি তাহা জাতীয় প্রতীকের সমন্বয়ে গঠিত না হয় এবং যাহার বাণিজ্যিক ব্যবহার জনশৃঙ্খলা, পরিবেশ ও নৈতিকতার পরিপন্থি না হয়।

৭। **শিল্প-নকশা নিবন্ধনের অধিকার এবং নকশাকারের নাম উল্লেখ**—(১) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের অধিকার নকশাটির আইনগত স্বত্বাধিকারীর অথবা নকশা সৃজনকারীর থাকিবে;

(২) দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো শিল্প-নকশা সৃজন করিলে উহাতে তাহাদের যৌথ নিবন্ধন অধিকার থাকিবে;

(৩) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের অধিকার স্বত্বনিয়োগযোগ্য এবং উহা উত্তরাধিকার সূত্রেও বর্তাইতে পারিবে;

(৪) এক বা একাধিক নকশা তৈরির জন্য সম্পাদিত নিয়োগ-চুক্তির আওতায় কোনো শিল্প-নকশা সৃজন করা হইলে, চুক্তিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, উহা নিবন্ধনের অধিকার নিয়োগ কর্তার থাকিবে এবং নকশাকার নিয়োগের সময় নিয়োগকর্তা যে পরিমাণ লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, উদ্ভাবিত শিল্প-নকশার বাণিজ্যিক ব্যবহার দ্বারা তিনি তদপেক্ষা অধিক লাভবান হইলে নকশাকার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাইতে হকদার হইবেন;

(৫) এই ধারার অধীনে কোনো পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না মর্মে কোনো নকশাকার পূর্বে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি অথবা ওয়াদা করিয়া থাকিলে আইনত উহা কার্যকর হইবে।

৮। **আবেদন, সংশোধন, বিভাজন, প্রত্যাহার, তথ্য ও প্রতিলিপি প্রদান**—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প-নকশা নিবন্ধনের আবেদন নিম্নলিখিত দলিলসহ রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করিতে হইবে —

(ক) একটি নির্ধারিত ফরম;

(খ) শিল্প-নকশাটির একটি ফটোপ্রতিরূপ, তবে শিল্প-নকশাটি কোনো দ্বি-মাত্রিক বস্তুতে অঙ্গীভূত থাকিলে, ফটোপ্রতিরূপের পরিবর্তে ঐ বস্তুটির নমুনা থাকিতে পারে; এবং

(গ) প্রতিটি নকশার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফি পরিশোধের রশিদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাদি।

(ঘ) আবেদনকারী নকশাকার না হইলে শিল্প-নকশাটির নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর স্বত্বাধিকারের স্বপক্ষে যৌক্তিকতাসংবলিত বিবৃতি থাকিতে হইবে;

(২) প্রতিটি আবেদনে একটি মাত্র শিল্প-নকশা থাকিতে পারিবে এবং উহাতে এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় শিল্প-নকশা সম্পর্কিত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক শ্রেণি উল্লেখ করিতে হইবে;

(৩) (ক) শিল্প নকশা নিবন্ধনের আবেদন বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ই-গেজেট অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে, এইরূপ প্রকাশনার পর একমাস সময় পর্যন্ত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(খ) উপধারা ৮(৩) (ক) এ উল্লিখিত নির্ধারিত একমাস সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি সহ লিখিত কোনো আপত্তি পাওয়া না গেলে নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত হইবে ;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(গ) উপধারা ৮(৩) (ক) এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত আপত্তি পাওয়া গেলে উভয় পক্ষের অথবা ক্ষেত্রমতে, এক পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হইবে ;

(ঘ) উপধারা ৮(৩) (খ) অনুযায়ী নিবন্ধনের অনুমোদন পাওয়ার পর অথবা উপধারা ৮(৩) (গ) এ উল্লিখিত নিষ্পত্তি আবেদনকারীর অনুকূলে হইলে নিবন্ধন সনদ জারী করা হইবে এবং শিল্প-নকশা নিবন্ধিত হইবার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ই-গেজেট অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে, এইরূপ প্রকাশনার পর কেহ আপত্তি করিতে চাহিলে আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করিতে হইবে;

(৪) বিবেচনাধীন আবেদনভুক্ত মূল শিল্প নকশা পরিবর্তন অথবা সংযোজন ব্যতিরেকে আবেদনকারী যে-কোনো সময় তাহার আবেদন সংশোধন অথবা পরিমার্জনের আবেদন পেশ করিতে পারিবেন, আবেদনকারী নিজেকে যুগ্ম নকশাকার দাবি করিলে তিনি রেজিস্ট্রারের নিকট তাহার যুগ্ম নকশাকার হিসাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধনের সহ-অংশীদার হিসাবে যুক্ত করিবার আবেদন করিতে পারিবেন, রেজিস্ট্রার প্রাপ্ত আবেদন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিবেন;

(৫) বিবেচনাধীন থাকাকালে আবেদনকারী যে-কোনো সময় তাহার শিল্প-নকশা আবেদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(৬) নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে দাখিলকৃত শিল্প-নকশা আবেদনের তথ্য এবং প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান করা যাইবে।

৯। **অগ্রাধিকার (Right of Priority)**—(১) প্যারিস কনভেনশন-অনুযায়ী আবেদনকারী অথবা তাহার পূর্ব স্বত্বাধিকারী প্যারিস কনভেনশনভুক্ত কোনো দেশে একই শিল্প-নকশা সম্পর্কে আবেদন করিয়া থাকিলে সেই আবেদনে উল্লিখিত তারিখটিকে অগ্রাধিকার তারিখ দাবি করিতে পারিবে এবং অগ্রাধিকারের মেয়াদ হইবে ছয় মাস, উহা গণনা করা হইবে প্যারিস কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর বিধানানুযায়ী;

(২) অগ্রাধিকার মেয়াদের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদন ঐ মেয়াদের সংঘটিত কোনো কার্যের জন্য প্রত্যাখ্যান অথবা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) আবেদনে অগ্রাধিকার দাবিসংবলিত ঘোষণা থাকিলে আবেদনকারী আবেদনের সঙ্গে অথবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পূর্ববর্তী আবেদনটি যে বৈদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন উহার প্রত্যয়নকৃত কপি দাখিল করিবেন, উক্ত প্রত্যয়নকৃত কপিতে আবেদন দাখিলের তারিখ প্রদর্শন থাকিবে এবং রেজিস্ট্রার উক্ত প্রত্যয়নকৃত কপিটি নির্ধারিত ভাষায় একটি অনূদিত পাঠ দাখিলের জন্য বলিতে পারিবেন।

(৪) আবেদনকারী যদি যথাযথ প্রত্যায়নপত্র সহ অগ্রাধিকার দাবী প্রমাণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অগ্রাধিকার দাবি বিবেচনা করা হইবেনা।

১০। **আবেদন দাখিলের তারিখ, পরীক্ষা, নিবন্ধন ও প্রকাশনা**—(১) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের তারিখ হইবে ধারা ৮ (১)-এ উল্লিখিত দলিলাদিসহ যে তারিখে আবেদনটি দাখিল করা হয়—

(২) (ক) রেজিস্ট্রার তাহার অধীনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক/ কর্মকর্তা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আবেদনটি ৮ (১) ও ৮ (২) ধারার চাহিদা পূরণ করিয়াছে কি না এবং তৎসম্পর্কিত বিধি পালিত হইয়াছে কি না এবং নিবন্ধন যাচিত শিল্প-নকশাটি আইনের ২ ধারার সংজ্ঞা এবং ৬ ধারার নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করে কি না;

(খ) আবেদনটি নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ না করিলে, রেজিস্ট্রার আবেদনকারীকে আবেদনের শর্তাদি পূরণের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন, আবেদনকারী নোটিশ ইস্যুর তারিখের দুই মাসের মধ্যে শর্তাদি পূরণ করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, যৌক্তিক কারণে রেজিস্ট্রার ঐ সময়সীমা ৩ মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন; এবং

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্তাদি পূরণ করা না হইলে, আবেদনটি প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) রেজিস্ট্রার, উপধারা (২)-এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে উপধারা ৮ (৩) অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

১১। **নিবন্ধনসূত্রে প্রদত্ত অধিকারসমূহ**—(১) কোনো শিল্প-নকশার নিবন্ধন নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারীকে ঐ শিল্প-নকশাটি বাংলাদেশে অন্যদের দ্বারা ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে;

(২) উপধারা (১) -এর প্রয়োজনে যে-কোনো পণ্যে অঙ্গীভূত হইলে শিল্প-নকশাটি 'ব্যবহার' হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) যখন কোনো শিল্প-নকশা কোনো পণ্যের কেবল কোনো অংশের জন্য নিবন্ধিত হয়, যাহা ঐ পণ্যের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেইক্ষেত্রে ঐ শিল্প-নকশাটিকে অঙ্গীভূত পণ্যের সামগ্রিক দৃশ্যমানতা বিবেচনা করা হইবে;

(৪) এই আইনের কোনো কিছুই কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশাকে কপি রাইট আইন, ২০০০ (২০০৫-এ সংশোধিত)-এর অধীনে কোনো সুরক্ষা পাইতে বারিত করিবে না।

১২। **নিবন্ধনের বিধি-নিষেধ ও ব্যতিক্রমসমূহ**—শিল্প-নকশা নিবন্ধনজনিত অধিকারসমূহ নিম্নরূপ ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাইবে না—

(ক) কোনো উড়োজাহাজ (aircraft), স্থলযান অথবা জলযানের বডি অথবা গিয়ারে কোনো শিল্প-নকশার ব্যবহার, যাহা অস্থায়ীভাবে অথবা দৈবক্রমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথবা অনুরূপ উড়োজাহাজ (aircraft), স্থলযান অথবা জলযান মেরামতের জন্য কোনো যন্ত্রাংশ অথবা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানি করা হইয়াছে;

(খ)ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলি;

(গ) শিক্ষামূলক, পাঠদানমূলক অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, শিক্ষা অথবা গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলি;

(ঘ) কোনো শিল্প-নকশা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলি;

(ঙ) কোনো শিল্প-নকশার কোনো বিশেষ অঙ্গের পুনরুৎপাদন, যাহা কেবল কার্মিক (Functional) অথবা কারিগরি (Technical) বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা যাহা কারিগরি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন;

১৩। **নিবন্ধনের মেয়াদ নির্ধারণ ও উহা বর্ধিতকরণ**—(১) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর;

(২) নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর পর দুইবার পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে এবং নিবন্ধন বলবৎ থাকা অবস্থায় একাধিক মেয়াদের জন্য অগ্রিম ফি প্রদান করা যাইবে; এবং

(৩) নিবন্ধন মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর মেয়াদ বর্ধিতকরণের আবেদন করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত ফি প্রদান সাপেক্ষে ছয় মাস পর্যন্ত শিথিল করা যাইবে।

১৪। **নিবন্ধন বাতিলকরণ**—(১) নিম্নরূপ কারণে নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করা যাইবে—

(ক) নিবন্ধনের বস্তুটি আইনের ২ ধারার অধীনে প্রদত্ত সংজ্ঞা-অনুযায়ী কোনো শিল্প-নকশা নহে অথবা ৫ অথবা ৬ ধারার শর্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যত্যয় করিয়া নিবন্ধন মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ নিবন্ধন বাতিল হইবে।

(২) কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতে দুই বৎসর সময়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন;

(৩) উপধারা (২)-এ বর্ণিত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর নিবন্ধন বাতিলের আবেদন হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করা যাইবে; এবং

(৪) বাতিলকৃত নিবন্ধিত নকশাটি নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতেই বাতিল বলিয়া এবং আদৌ নিবন্ধন প্রদান করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিল্প-নকশা অধিকার প্রয়োগ

১৫। শিল্প-নকশা লঙ্ঘন ও প্রতিকার—(১) কোনো ব্যক্তি নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী অথবা অনুমোদিত ব্যবহারকারী না হওয়া সত্ত্বেও, কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যবসায় অবিকল কোন শিল্প-নকশা অথবা প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো শিল্প-নকশা ব্যবহার করিলে, তিনি নিবন্ধিত শিল্প-নকশা লঙ্ঘন করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন;

(২) কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশা লঙ্ঘিত হইবে, যদি উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী অথবা অনুমোদিত ব্যবহারকারী না হওয়া সত্ত্বেও, স্বীয় ব্যবসায় নিম্নরূপ ক্ষেত্রে কোনো শিল্প-নকশা ব্যবহার করেন, যাহা-

(ক) কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সহিত অভিন্ন এবং যে পণ্যে উহা ব্যবহার করা হয়, তাহা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার পণ্যের সাদৃশ্যপূর্ণ;

(খ) নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যে পণ্যে অথবা সেবায় উহার ব্যবহার করা হয় তাহা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার পণ্যের অভিন্ন;

(গ) নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সহিত অভিন্ন এবং যে পণ্যে উহার ব্যবহার করা হয়, তাহা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার পণ্যের অভিন্ন, এবং যাহার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা থাকে অথবা নিবন্ধিত শিল্প-নকশার সহিত অনুরূপ শিল্প-নকশার সম্পর্ক রহিয়াছে মর্মে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে;

(৩) কোনো শিল্প-নকশার লঙ্ঘন অথবা আসন্ন লঙ্ঘন প্রতিহত করিবার জন্য শিল্প-নকশার নিবন্ধিত মালিকের আবেদনক্রমে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা জজ আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং দেশের প্রচলিত আইনে অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত অন্য যে-কোনো প্রতিকার মঞ্জুর করিতে পারিবেন;

(৪) কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশার লঙ্ঘন সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়ের স্বার্থে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অথবা উদ্ভাবিত শিল্প-নকশার অনুসন্ধান আবেদন অধিদপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

১৬। সময়সীমা, সরল বিশ্বাসে লঙ্ঘন, লাইসেন্সির কার্য—(১) লঙ্ঘনের কার্য সংঘটিত হইবার বিষয়টি নিবন্ধিত সত্ত্বাধিকারী কর্তৃক অবগত হইবার পর নিবন্ধন মেয়াদ বলবৎ থাকাকালীন যে-কোনো সময় এই আইনের ১৯ ধারার অধীনে নিবন্ধিত সত্ত্বাধিকারী যে-কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) অসৎ উদ্দেশ্যে শিল্প-নকশার লঙ্ঘনমূলক ব্যবহার অথবা যদি এইরূপে ব্যবহার করা হয়, যাহা অন্যায় প্রতিযোগিতার পর্যায়ে পড়ে সেইক্ষেত্রে যে-কোনো সময় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে;

(৩) এই আইনের অধীনে লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে এমন কোন কার্যক্রম সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি পূর্বে অবহিত না থাকেন অথবা কার্যক্রম লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে তাহাও পূর্বে অজানা ছিল, এই মর্মে যথাযথভাবে প্রমাণ করিতে পারেন; তাহা হইলে সেই বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরনের আদেশ দেওয়া যাইবেনা; তবে পরবর্তীতে লঙ্ঘনের যেকোনো কার্যক্রম চলমান না থাকে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে;

(৪) অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে নিবন্ধন বহিতে নিরঙ্কুশ লাইসেন্সি হিসাবে রেকর্ডকৃত কোনো লাইসেন্সি স্বত্বাধিকারীকে আদালতে মামলা রুজু করিতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু স্বত্বাধিকারী লাইসেন্সির অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে

তাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ লাইসেন্সি ১৭ ধারার অধীনে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৭। **সাময়িক ব্যবস্থাবলি**—(১) আইনের লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য ধারা ১৯-এ বর্ণিত বে-আইনি ব্যবহার যাহাতে না ঘটিতে পারে অথবা কথিত লঙ্ঘন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য সংরক্ষণের জন্য জেলা জজ আদালত প্রচলিত দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯০৮) অনুযায়ী সাময়িক ব্যবস্থামূলক আদেশ জারি করিতে পারিবেন;

(২) এই ধারার অধীনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা জজ আদালত আবেদনকারীকে নিম্নরূপ তথ্যাদি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন—
(ক) উপযুক্ত সনদ ও সাক্ষ্য প্রমাণ যাহা প্রমাণ করে যে আবেদনকারী-ই তর্কিত শিল্প নকশার মালিক (holder) এবং তাহার ঐ সম্পর্কিত অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে অথবা অনুরূপ লঙ্ঘন অত্যাসন্ন;

(খ) বিবাদীর স্বার্থ সুরক্ষা ও সুযোগের অপব্যবহার রোধে আদালতের চাহিদা অনুযায়ী জামানত অথবা তৎসমতুল্য মুচলেকা;

(গ) সাময়িক ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মালামাল শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য;

(৩) উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বিশেষত যেখানে যে-কোনো বিলম্ব নিবন্ধিত সত্বাধিকারীর অপূরণীয় ক্ষতি ঘটাইতে পারে অথবা যেখানে সাক্ষ্য প্রমাণ বিনষ্টের যথেষ্ট ঝুঁকি বিদ্যমান, সেইক্ষেত্রে অপরপক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়াই আদালত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে আদালত ব্যবস্থাবলি গৃহীত হইবার পরই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নোটিশ দ্বারা উহার সিদ্ধান্তের বিষয়টি অবহিত করিবেন;

(৪) উপধারা (২) ও উপধারা (৩)-এর অধীনে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ জারির পর বিবাদী আদালতের সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি জারির দুই সপ্তাহের মধ্যে আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং পুনর্বিবেচনা কার্যক্রমে আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন এবং সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি জারির যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ, সংশোধন অথবা প্রত্যাহার করিবেন;

(৫) কেসের মেরিট অনুযায়ী, আদালত কর্তৃক সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদানের বিজ্ঞপ্তি জারির ২০ (কুড়ি) কার্যদিবস অথবা ৩১ (একত্রিশ) পঞ্জিকা দিবস, যাহা অধিক হইবে অথবা সিদ্ধান্তের উল্লিখিত কোনো যৌক্তিক মেয়াদের মধ্যে আবেদনকারী আদালতে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করিলে, আদালত বিবাদী পক্ষের আবেদনক্রমে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(৬) সাময়িক ব্যবস্থা প্রত্যাহার হইলে অথবা উপধারা (৫)-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মেরিট বিবেচনায় আদালত যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে সেখানে কোনো লঙ্ঘন হয় নাই অথবা লঙ্ঘন সংঘটনের আশঙ্কা নাই, তাহা হইলে আদালত বিবাদীর আবেদনক্রমে, সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিবাদীর যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তৎপ্রেক্ষিতে বিবাদীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত আবেদনকারীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮। **সাক্ষ্য**—(১) জেলা জজ আদালত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট বিবেচনাধীন কোনো কার্যক্রমে কোনো পক্ষ যদি তাহার দাবির সমর্থনে তাহার নিকট থাকা যাবতীয় সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন এবং তাহার দাবির প্রমাণক কোনো প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য অপরপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আছে মর্মে উল্লেখ করেন, সেইক্ষেত্রে আদালত, উপযুক্ত ক্ষেত্রে গোপনীয় তথ্যাদির সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে, অপরপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(২) কার্যধারাভুক্ত কোনো পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে অথবা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে অথবা প্রায়োগিক কর্ম সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সুস্পষ্ট বাধা সৃষ্টি করিলে ধারা-১৫ এর উপধারা (৩)-এ বর্ণিত আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন, অনুরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইবে তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যাত প্রতিকূলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের দাবি অথবা অভিযোগসহ আদালতের নিকট উপস্থাপিত তথ্য উপাত্ত, তবে অভিযোগ অথবা সাক্ষ্য সম্পর্কে পক্ষসমূহকে অবশ্যই শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

১৯। **ক্ষতিপূরণ**—(১) উপযুক্ত আদালত লঙ্ঘনজনিত কারণে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) টাকা এবং সর্বোচ্চ এক লক্ষ (১০০০০০) টাকা অথবা ক্ষতির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য লঙ্ঘনকারীকে আদেশ প্রদান করিবেন, যদি লঙ্ঘনকারী জ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাত থাকিবার যৌক্তিক কারণ থাকা সত্ত্বেও লঙ্ঘন সংঘটন করিয়া থাকে এবং আদালত লঙ্ঘনকারীকে স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অন্যান্য ব্যয়বাবদ খরচ প্রদানের আদেশ প্রদান করিবেন যাহার মধ্যে অ্যাটর্নির উপযুক্ত ফি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(২) লঙ্ঘনের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং লঙ্ঘনের দিবস গণনা করা হইবে নিমরূপ উপায়ে—

(ক) নিবন্ধনের আবেদন নির্ধারিত ফর্মে ও যথাযথভাবে রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করিবার তারিখ; অথবা

(খ) আবেদনকারী কর্তৃক অভিযুক্ত লঙ্ঘনকারী বরাবর আবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নোটিশ প্রদানের দিবসে;

(৩) তর্কিত শিল্প-নকশা অধিকার মঞ্জুর হইবার পরেই কেবল উপধারা (২)-এর অধীনে আদালতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশের জন্য আবেদন করা যাইবে।

২০। **অন্যান্য প্রতিকার**—(১) কোনো শিল্প-নকশা লঙ্ঘিত হইতে দেখিলে জেলা জজ আদালত ক্ষেত্রবিশেষে বিচারিক আদালত যখন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যাপ্তভাবে পুনঃলঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর বিবেচনা করিবেন, তখন লঙ্ঘনের ব্যাপকতা এবং প্রতিকারের নিমিত্ত নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারীর বৈধ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া, কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া, পণ্যগুলি বিনষ্ট করিবার অথবা পণ্যগুলি বাণিজ্যিক পরিসরের বাহিরে স্থানান্তরপূর্বক নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং

(২) জেলা জজ আদালত উপধারা (১)-এ বর্ণিত শর্তাবলি বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে প্রধানত যেসব কাঁচামাল অথবা উপকরণ ব্যবহার করিয়া নকল পণ্য (Counterfeit Product) প্রস্তুত করা হইয়াছে, ঐগুলি বাণিজ্যিক পরিসরের বাহিরে স্থানান্তরপূর্বক কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়া নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করিবেন যাহাতে পুনঃ লঙ্ঘনের ঝুঁকি কমিয়া যায়।

২১। **স্বত্বাধিকারীকে তথ্য সরবরাহ**—জেলা জজ আদালত লঙ্ঘনকারীকে লঙ্ঘিত পণ্যের উৎপাদন ও বিতরণের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের পরিচিতি স্বত্বাধিকারীকে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিবেন, লঙ্ঘনের ব্যাপকতা একই মাত্রার হইলে বিতরণের চ্যানেল সম্পর্কেও তথ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২২। **আপিল**—(১) লঙ্ঘনের কার্যধারায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বিভাগে আপিলযোগ্য হইবে; এবং

(২) জেলা ও দায়রা জজ আদালত কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবার ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে হইবে।

২৩। **বাড়তি প্রতিকার**—আইনের ধারা ১৯-এর অধীন কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, জেলা জজ আদালত অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে লঙ্ঘিত পণ্য জব্দকরণ, বাজেয়াপ্ত অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনষ্টকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং প্রধানত লঙ্ঘন সংঘটনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উপকরণের ক্ষেত্রেও একই আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

২৪। **দেওয়ানি কার্যবিধি**—আইনের ধারা ১৯-এ বর্ণিত ইচ্ছাকৃতভাবে বাণিজ্যিক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ প্রযোজ্য হইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

পঞ্চম অধ্যায়:
সাধারণ বিধানাবলি

২৫। মালিকানা পরিবর্তন, লাইসেন্স (License) —(১) শিল্প-নকশা নিবন্ধনের মালিকানা পরিবর্তন অথবা তদুদ্দেশ্যে কোনো আবেদন লিখিতরূপে দাখিল করিতে হইবে এবং কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উহা রেকর্ডভুক্ত হইবে, আবেদনের কার্যক্রম গ্রহণ শেষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক অবহিত করা হইবে এবং রেকর্ডভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ পরিবর্তন তৃতীয় পক্ষের উপর কোনো প্রভাব ফেলিবে না;

(২) স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে-কোনো পক্ষ কোনো নিবন্ধিত শিল্প-নকশাসংক্রান্ত লাইসেন্স রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করিতে পারিবে, রেকর্ডভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো লাইসেন্স তৃতীয় পক্ষের উপর কোনোরূপ প্রভাব ফেলিবে না;

(৩) নিবন্ধন বহিতে লাইসেন্স রেকর্ডভুক্তির অনুরোধ করা হইলে আবেদনের সহিত আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে—

(ক) পক্ষসমূহ এবং কোন কোন অধিকারের লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে তাহা প্রদর্শনকারী লাইসেন্স কন্ট্রাক্টটি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি হইবে; অথবা

(খ) নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী এবং লাইসেন্সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লাইসেন্স সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়িত বিবরণী;

(৪) যে লাইসেন্স রেকর্ডভুক্ত হইবে উহার প্রতিপাদ্য অধিকারের কোনো অংশীদার লাইসেন্স চুক্তির (Agreement) পক্ষ না হইলে, উক্ত লাইসেন্স রেকর্ডভুক্ত করা হইবে না, যদি না ঐ অংশীদার স্বাক্ষরযুক্ত কোনো দলিলে ঐ লাইসেন্স সম্পর্কে সম্মতি প্রদান করেন এবং তাহা রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করেন;

(৫) কোনো স্বত্ব নিয়োগ অথবা লাইসেন্সের প্রতিপাদ্য অধিকার বাতিল গণ্য হইলে সেই স্বত্বনিয়োগ অথবা লাইসেন্স আর কার্যকর থাকিবে না এবং চুক্তির অধীনে কোনো অর্থ প্রদান করা হইলে পক্ষগুলি তাহা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক উদ্ধার করিতে পারিবে, যদি না অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে স্বত্ব নিয়োগের অধিকার অথবা লাইসেন্স ব্যবহার দ্বারা লাভবান হইয়া থাকেন অথবা ভোগ করিয়া থাকেন।

২৬। নিবন্ধন ভ্রম সংশোধন—রেজিস্ট্রার, অনুবাদ অথবা প্রতিলিপির কোনো ভুল, তাহার নিকট পেশকৃত কোনো আবেদন অথবা দলিলের করণিক কোনো ত্রুটি অথবা ভুল অথবা এই আইন অথবা তাহার অধীন বিধির আওতায় রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেকর্ডে কোনো ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন এবং আবেদনকারী অথবা অধিকারধারীকে যথারীতি উহা অবহিত করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনীর প্রকাশনা বিজ্ঞপ্তি অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ই-গেজেট অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

২৭। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ, সময়সীমা বর্ধিতকরণ—(১) রেজিস্ট্রার এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে তাহার উপর ন্যস্ত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত ক্ষমতাবলে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে গৃহীত কার্যধারায় উক্ত পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।;

(২) আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, লিখিত আবেদন প্রাপ্ত হইলে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রেজিস্ট্রার উহা যৌক্তিক মর্মে সন্তুষ্ট হইলে আইন ও বিধির অধীনে কোনো কার্য অথবা পদ্ধতি সম্পন্ন করিবার জন্য সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তাহার বিবেচনামতে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা সমাপ্ত হইবার পূর্বে অথবা পরে বর্ধিত সময় মঞ্জুর করা যাইবে; এবং

(৩) রেজিস্ট্রার কর্তৃক যে-কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে পুনঃবিবেচনার আবেদন করা যাইবে এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা স্বীয় বিবেচনার পূর্বে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৮। প্রতিনিধিত্ব—(১) আবেদনকারীর সাধারণ বাসস্থান এবং প্রধান ব্যবসাস্থল বাংলাদেশের বাহিরে হইলে, বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী আবেদনকারী প্রয়োজন মনে করিলে বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(২) শিল্প-নকশা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা এবং অন্যান্য শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৯। **আপিল, আদালতের এখতিয়ার**—(১) আইনের অধীনে রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত যে-কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে-কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে হইবে; এবং

(২) সরকার প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে-কোনো পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবে এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের অনধিক ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে ঐ আপিল দায়ের করিতে হইবে।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **প্রশাসনিক নির্দেশনা**—রেজিস্ট্রার আইন ও বিধিমালার অধীনে পদ্ধতিগত বিষয়ে এবং স্বীয় অধিদপ্তরের অপর কার্যাদি সম্পর্কে প্রশাসনিক নির্দেশনা (Administrative Instruction) জারি করিতে পারিবেন।

৩২। **ক্ষমতা অর্পণঃ** রেজিস্ট্রার তাহার উপর অর্পিত যে কোন দায়িত্ব প্রয়োজনে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তাগনকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৩। **আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaties) প্রয়োগ**—শিল্পসম্পদ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির, যেখানে বাংলাদেশও পক্ষভুক্ত, বিধানসমূহ এই আইনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) The Patents and Designs Act, 1911 (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২ নং আইন)-এর ডিজাইন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উপধারা (১)-এর বিধান সত্ত্বেও উক্ত আইনের অধীনে সম্পাদিত ও সম্পাদনের নিমিত্ত গৃহীত কার্যাদি এইরূপে সম্পন্ন হইবে যেন, এই আইন আদৌ কার্যকর হয় নাই;

(৩) উপধারা (২)-এর বিধান অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; তবে আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত, তাহা চূড়ান্ত অথবা অন্তর্বর্তীকালীন যাহাই হউক না কেন, ইতোমধ্যে কার্যকর হইলে তাহা বজায় থাকিবে; এবং

(৪) এই আইনের অধীনে বিধিমালা প্রণীত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের পরিপন্থি না হওয়া সাপেক্ষে The Patents and Designs Rules 1933-এর বিধিসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৩৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)